চলমান জীবন জিজ্ঞাসা :
বিবিধ প্রসঙ্গ

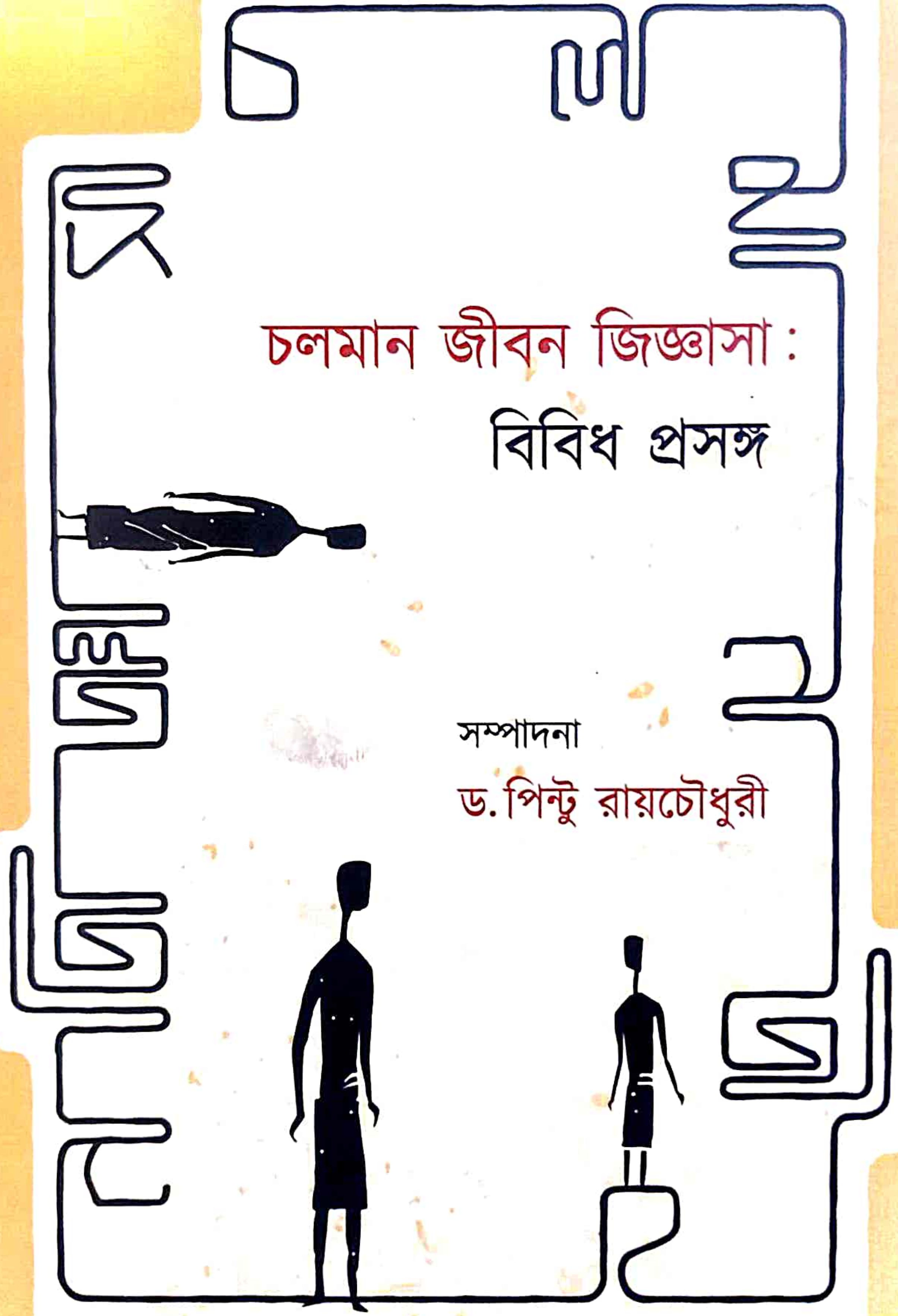

সম্পাদনা

ড. পিন্টু রায়চৌধুরী

৬. William Radice, Visionary poet of Bangladesh's freedom Struggle, without vanity or affectation, The Guardian, London ' Friday, September 15, 2006 (উদ্ধৃত: শামসুর রাহমান স্মারক গ্রন্থ, প্রকাশনা উপ-পরিষদ সম্পাদিত, শামসুর রাহমান স্মরক গ্রন্থ, লণ্ডন, কবি শামসুর রাহমান নাগরিক স্মরণ সভা কমিটি, যুক্তরাজ্য), ২০০৬; পৃ. ৫৭

৭. বন্দী শিবির থেকে: শামসুর রাহমান, বইঘর ৩য় সং, চট্টগ্রাম, বইঘর, ১৯৯২; পৃ. ১১

৮. সোলিনা হোসেন, রূপকথার কবি: আবেদ খান সম্পাদিত দৈনিক সমকাল সাহিত্য সাময়িকী 'কালের খেয়া', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৯. শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা: হুমায়ুন আজাদ, ২য় সং, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬; পৃ. ৯০

১০. শামসুর রাহমানের জীবনবোধ: সরকার আমিন, ভোরের কাগজ (ঈদ সময়িকী, সম্পাদক: আশোক দাশগুপ্ত), ঢাকা, অক্টোবর, ২০০৬; পৃ. ১৯৬

১১. বন্দী শিবির থেকে: শামসুর রাহমান, বইঘর, ৩য় সং, চট্টগ্রাম, ১৯৯২, পৃ. ১১

১২. তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা: শামসুর রাহমান

১৩. বন্দী শিবির থেকে: শামসুর রাহমান, বইঘর, ৩য় সং, চট্টগ্রাম, ১৯৯২, পৃ. ১১

১৪. পথের কুকুর: শামসুর রাহমান

১৫. আমারও সৈনিক ছিল: শামসুর রাহমান

১৬. আমারও সৈনিক ছিল: শামসুর রাহমান

১৭. নিঃসঙ্গ শেরপা: হুমায়ুন আজাদ, পৃ. ৯২

১৮. কাক: শামসুর রাহমান

১৯. পথের কুকুর: শামসুর রাহমান

২০. প্রবেশাধিকার নেই: শামসুর রাহমান

২১. প্রতিশ্রুতি: শামসুর রাহমান

২২. তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা: শামসুর রাহমান

২৩. বন্দী শিবির থেকে: শামসুর রাহমান, বইঘর, ৩য় সং, চট্টগ্রাম, ১৯৯২, পৃ. ১১

২৪. সান্ধ্য আইন: শামসুর রাহমান

২৫. ধ্বস্ত দ্বারকায়: শামসুর রাহমান।

সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্য, উপলব্ধি ও বাস্তবতা

জগন্নাথ মেইকাপ

অতি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত। এই ভাষা বহুকাল ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। এই ভাষাই বারেবারে ভারতীয় সংস্কৃতিকে অমৃতস্বাদ প্রদান করে চলেছে। সংস্কৃত হল একটি ঐতিহাসিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র দেবভাষা। ভারতীয় ভাষাসমূহের জননী স্বরূপ এই ভাষার শিক্ষা শুরু হয়েছিল আজ থেকে সুদীর্ঘকাল আগে। প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে ও ব্রাহ্মণ্য যুগে সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন ছিল শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গ্রন্থাদি পাঠের ক্ষেত্রে সংস্কৃতে শাস্ত্র অধ্যায়ন ছিল একমাত্র প্রধান অঙ্গ। বৌদ্ধ যুগে প্রথম অবস্থায় মাতৃভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা থাকায় আঞ্চলিক ভাষাসমূহ সমৃদ্ধ হয়। যখন বৌদ্ধ শিক্ষায় সংস্কৃত গৃহীত হয়, তখন মহাযান বৌদ্ধ দার্শনিকদের রচনায় সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম তক্ষশীলা সংস্কৃত বৈয়াকরণ পানিনি, অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কৌটিল্য এবং বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক 'জীবক' তক্ষশীলার ছাত্র ছিলেন, তা থেকেই সেই যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষার স্থানের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়:

> সংস্কৃতে সংস্কৃর্তির্জ্ঞেয়া সংস্কৃতে সকলাঃ কলাঃ।
> সংস্কৃতে সকলং জ্ঞানং সংস্কৃতে কিন্ন বিদ্যতে।।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব স্বীকার করে Kothari Commission-এর রিপোর্ট এ বলা হয়— "W e would, instead, commend an emphasis on the study of Sanskrit and other classical Language in all linguistics and the establishment of advanced centres of study these Languages in some of our important universities."

মম্মটভট্ট বলেছেন:

> কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষ তয়ে।
> সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিতয়োপদেশযুজে।।

মম্মটভট্টের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন, অমঙ্গল দূরীকরণ, সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের উপভোগ এবং মধুর উপায়ে নীতিশিক্ষা। মুদালিয়র কমিশন বলেছে— 'We are convinced that is a language is to be learned, it should be study so as to used it effectively and with correctness in written or spoken form.'

বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত ভাষা হল 'সংস্কৃত', যা বহু ভাষার জনক। নতুন জাতীয়

শিক্ষানীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভারতীয় সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যকে বাঁচান। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংস্কৃত হল এই মহান পটভূমির বৃহত্তম জাহাজ, যা কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছর ধরে নিরন্তর চলমান। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত তবে এতে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রায় তিন কোটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। হিন্দি, বাংলা, অসমিয়া, মারাঠি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, নেপালি প্রভৃতি ভাষা এর থেকে বিবর্তিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের তেলুগু, কন্নড় ও মালায়ালামের সংস্কৃতের সঙ্গে গভীর সংযোগ রয়েছে। বাবাসাহেব আম্বেদকর বিশ্বাস করেছিলেন যে সংস্কৃত ভাষাগত ঐক্যের সূত্রে পুরো ভারতকে আবদ্ধ করতে সক্ষম হবে। সংস্কৃত আমাদের প্রাচীন শিকড়গুলির সঙ্গে যেমন সংযুক্ত করে তেমনই অন্যদিকে এতে সমসাময়িক এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনগুলিও উপলব্ধি করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— "বহুধাবিভক্ত ভারত ছোটো ছোটো রাজ্যে কেবলই কাড়াকাড়ি হানাহানি করেছে, সাধারণ শত্রু যখন দ্বারে এসেছে সকলে এক হয়ে বিদেশীর আক্রমন ঠেকাতে পারেনি। তাই শোচনীয় আত্মবিচ্ছেদ ও বহির্বিপ্লবের সময়ে ভারতবর্ষে একটিমাত্র ঐক্যের মহাকর্ষশক্তি ছিল, যে তার সংস্কৃত ভাষা।"

ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মা হল সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই যুগের পর যুগ ভারতীয় সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক পরম্পরা প্রবহমান রয়েছে। সেইসঙ্গে তাল মিলিয়ে যুগে যুগে যেমন পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে, তেমনই মানুষের জীবিকা, দৃষ্টিভঙ্গি, খাদ্যভ্যাস, বেশভূষা ইত্যাদি সবকিছুই নিত্যনতুন হয়ে উঠছে। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে মানুষের জীবনধারা যেমন ছিল, রামায়ণ মহাভারতের কালে কিন্তু তেমন ছিল না, আবার পৌরাণিক যুগে পূর্বাপেক্ষা ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে, সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে অর্বাচীনকালেও প্রতিনিয়ত প্রভূত পরিবর্তন লক্ষ করছি। মানবমনের কাজ পশুভাব দূরীকরণ করে দেবভাবের উদ্রেক ঘটানো। আহার-নিদ্রাদি জৈবপ্রক্রিয়া মানুষ ও পশু উভয়েই সমান ভাবে সাধন করে। ধর্মই মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং কেবলমাত্র এই ধর্মবোধ অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধই মানুষকে পশুর থেকে পৃথক করে। এই ধর্মের শিক্ষা আমরা আশৈশব শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, মহানুভব ব্যক্তিদের রচিত গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে অর্জন করি। কোনটা নিন্দিত কর্ম আর কোনটা বিহিত কর্ম, তা গুরুর মুখ থেকে শুনে জীবনে চলার পথে এগিয়ে যাই। 'ধর্মান্ ন প্রমদিতব্যয়', 'সত্যান্ ন প্রসদিত্যন্য', 'মাতৃদেবো ভব' 'পিতৃদেবো ভব', 'আচার্যদেবো ভব', 'অতিথিদেবো ভব' ইত্যাদি উপদেশবাক্য সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থেই নিহিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, রামায়ণ মহাকাব্যে রামচন্দ্রের আদর্শ অনুকরণীয়, রাবণের আদর্শ নয় আবার মহাভারত মহাকাব্যে যুধিষ্ঠিরাদির আচরণ শিক্ষা সংস্কৃত প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র সমূহের অনুশীলনের ফলেই মানুষের বুদ্ধি নির্মল হয় এবং প্রকৃত জীবনতত্ত্বও মানুষ উপলব্ধি করতে পারে।

সংস্কৃত আকর গ্রন্থসমূহ যেমন মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক শিক্ষা, নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের অবগত করায় ঠিক তেমনি আমাদের এই প্রাচীন দেশের অমূল্য সংস্কৃতিও এই সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। কুলপরিচয় ব্যতীত যেমন কোনো মানুষের জাতি-ইতিহাস মূল্যায়নে সমস্যা হয়, তেমনই বর্তমান সময়ে আর্য ভাষা-ভাষীরাও সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানহীন হয়ে শোভাহীন হয়ে পড়ে। মানব ইতিহাসের সম্যক্ অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিত Winternitz বলেছেন— "If we wish to Learn to understand the beginning of our own culture, if we wish to understand the oldest Indo-European culture, we must go to India where the oldest Literature of an Indo-European people is Preserved." অনেকের ভ্রান্ত ধারণাই আছে যে, সংস্কৃত ভাষায় কেবল ধর্মগ্রন্থই রচিত হয়েছে এবং সেগুলি আমাদের উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংস্কার ও অন্যান্য নানাবিধ পূজা পার্বণেই কার্যকর হয় কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে তা নয়, ভাষা হল ভাব প্রকাশের মাধ্যম। তাই বর্তমান কালে যেমন ইংরেজি ভাষায় নানা প্রকার বিষয় লিপিবদ্ধ হয়, ঠিক তেমনই প্রাচীন ভারতের সস্কৃত ভাষাকে মাধ্যম করে বহু বিষয় যেমন— আয়ুর্বেদশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, রন্ধনশাস্ত্র, ভোজনশাস্ত্র, অঙ্কনশাস্ত্র, মনস্তত্ত্বশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, ঔষধিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি প্রায়োগিক বিষয়সমূহ রচিত হয়েছিল যা সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসের স্বাক্ষরবাহী। তাই সমগ্র ভারতবাসীর কাছে সংস্কৃত ভাষা হল সুসংস্কার যুক্ত সাংস্কৃতিক ভাষা এবং ভারতবাসীর আত্মস্বরূপ। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল— 'ভারতবর্ষের চিরকালের যে আত্মা তার আশ্রয়ের সংস্কৃত ভাষা।'

ভারতবর্ষের সংহতি রক্ষার উপায় সর্বভারতীয় শিক্ষায় সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তন তথা এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দান আজকের দিনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দেশের প্রতি নাগরিকদের মমত্ববোধ যদি অকৃত্রিম হয় এবং আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়, তাহলে দেশের সংহতি কখনো কারোর দ্বারাই ব্যহত হয় না— এ কাজ সংস্কৃত ভাষার্ন্তগত সুসংস্কারের মাধ্যমেই সাধন কার সম্ভব। শরীরের সঙ্গে রক্তকনিকায় তিলের সঙ্গে তৈলধারার এবং দুধের সঙ্গে মধুরতার যে নিত্য সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার তদ্রুপ সম্বন্ধ। সংস্কৃত শিক্ষার হাত ধরেই মানব মনে 'পরোপচিকীর্ষা', 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্' প্রভৃতি জীবনদর্শন জাগ্রত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার এই জাতীয় সংহতি রক্ষার সামর্থ্যকে স্বীকার করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কে.এম পণিক্কর মহোদয় মন্তব্য করেছেন— 'The unity of India will collapse if it ceases to be related to sanskrit and breaks away from sanskrit and sanskrit Tradition.'

পরিশেষে বলা হয় যে, সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল। এটি আমাদের ঐক্য

বন্ধনের কারণ। ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্য তা কিন্তু সংস্কৃতের অধীন। সংস্কৃতই আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রাণস্বরূপ। সংস্কৃত ভাষারই অমৃতরসে ওই ভাষাগুলির সমৃদ্ধি ঘটেছে। হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত তীর্থে তীর্থে সংস্কৃতের উদাত্ত মন্ত্র গীত হয়। সংস্কৃত ছাড়া ভারতীয়দের গৌরব অন্য কিছুইতে নেই। বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডারে সংস্কৃতের সুধাভাণ্ডই অমৃতের স্বাদ বিতরণ করে চলেছে। ভগবান ব্রহ্মা আদি কবি বাল্মীকিকে আশীর্বাদ করেছিলেন— 'যতদিন এই পৃথিবীতে পর্বত এবং নদী থাকবে ততদিন রামায়নের কথা লোক সমাজে প্রচারিত হতে থাকবে।' সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কেও এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে, যতদিন বিন্ধ্য ও হিমাচল থাকবে এবং যতদিন গঙ্গা ও গোদাবরী নদী থাকবে, ততদিনই সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীতে স্বমহিমায় বিরাজিত থাকবে:

অমৃতং মধুরং সম্যগ্ সংস্কৃতং হি ততোহধিকম্।
দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে।।
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাৎ যাবৎ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবৎ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্।।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস: দেবকুমার দাস
২. সংস্কৃত ভাষা শিক্ষনের পদ্ধতি ও প্রয়োগ: গীতা দাস ও নিবেদিতা চৌধুরী
৩. সংস্কৃত শিক্ষণের সোপান: প্রসেনজিৎ ঘোষ ও গৌরাঙ্গ মুখার্জী।

Chalaman Jiban-Jiggasa: Bibidha Prasanga Edited by
Dr. Pintu Roychoudhury

Cover Design: Rochishnu Sanyal
E-mail: aksharyatrabook@gmail.com

Price:₹ **375.00**

9 789393 534118